২০১৭-১৮ সনের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিষয়ে নির্দেশনা

১। সরবরাহকৃত ফরম্যাট ব্যবহার করতে হবে। কোন অবস্থাতেই ফরম্যাট পরিবর্তন করা যাবে না। যেমন- প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথমে উপপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ... জেলা এবং পরে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, লিখতে হবে। কোনক্রমেই মহাপরিচালক প্রথমে লেখা যাবে না।

২। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জেলার নাম লিখতে হবে।

৩। কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্রঃ

প্রথম অংশে (--------- জেলার গত ০৩ বছরের অর্জিত সাফল্য) শুধুমাত্র বর্নিত জেলার (যে জেলার চুক্তি) গত তিন বছরের অর্জন উল্লেখ করতে হবে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সমূহ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অংশ জেলার কর্মকান্ড বিবেচনা পূর্বক লিখতে হবে। এ অংশ খুব বড় করা যাবে না।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জন সমূহ অবশ্যই সেকশন-৩ এর অসাধারন লক্ষ্যমাত্রা'র সমান হতে হবে।

কর্মসম্পাদন সার্বিক চিত্র এর চারটি অংশই উপরোল্লিখিত এক পৃষ্ঠার মধ্যে থাকবে।

৪। উপক্রমনিকা ও সেকশন -১ অপরিবর্তিত থাকবে।

৫। সকল অংশে হলুদ চিহ্নিত অংশে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৬। সেকশন-২ঃ

- জেলার জন্য প্রযোজ্য প্রত্যেকটি সুচকের বিপরিতে একক অনুযায়ী অর্জন, লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রক্ষেপন উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই **একক বিবেচনাপূর্বক** সংখ্যা বসাতে হবে। প্রয়োজনে দশমিক এর পরে চার ঘর রাখা যেতে পারে।

- ২০১৬-১৭ এর প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮ এর লক্ষ্যমাত্রা এর চলতি মান (৭০%) ধরে রাখতে হবে। চলতি মানের নিম্নে (৬০%) ঘরে চলতি মান অপেক্ষা কম লক্ষ্যমাত্রা হবে। উত্তম (৮০%) ঘরে চলতি মান অপেক্ষা অধিক লক্ষ্যমাত্রা ,অতিউত্তম (৯০%) ধরে তদাপেক্ষ অধিক এবং অসাধারন (১০০%) ধরে বিবেচ্য জেলার মোট লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করতে হবে। যৌক্তিক কারণ ব্যতীত ২০১৭-১৮ এর লক্ষ্যমাত্রা কোনক্রমেই ২০১৬-১৭ এর অর্জনের তুলনায় কম হবেনা।

- লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারনের ক্ষেত্রে চলতিমান (৭০%) এর তুলনায় উত্তম (৮০%) ১০% বেশী হবে বিষয়টি এমন নয়। এক্ষেত্রে শতকরা হার শুধুমাত্র অর্জন মূল্যয়নের জন্য, লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারনের জন্য নয়। জেলার

বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় বিবেচ্য বছরের (২০১৭-১৮) সম্ভাব্য অর্জন বিবেচনা পূর্বক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করতে হবে।

উদাহরন:- (----------জেলার নাম)

সূচক	একক	সূচকের মান	ভিত্তিবছর ২০১৫-১৬	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন মান ২০১৭-১৮				
					অসাধারন	অতিউত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতিমানের নিম্ন
					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
১.১.১ জমাকৃত সঞ্চয়	টাকা (লক্ষ্য)	৮	৪৫.০০	৪৭.০০	৫০.০০	৪৯.০০	৪৮.০০	৪৭.০০	৪৬.০০
১.১.২ ক্রয়কৃত শেয়ার	টাকা (লক্ষ্য)	৪	৫.২৫	৫.৩৭	৫.৬০	৫.৫১	৫.৪২	৫.৩৭	৫.২৪

এক্ষেত্রে ১.১.১ এ ২০১৬-১৭ এর অর্জন ৪৭.০০ লক্ষ টাকা ২০১৭-১৮ এর চলতিমান (৭০%) এর লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং অন্য চারটি লক্ষ্যমাত্রা কম বেশী হিসেব করে বসানো হয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নরুপ ১০% করে হ্রাসবৃদ্ধি হিসেব করা হয় নি।

সূচক	একক	সূচকের মান	ভিত্তিবছর ২০১৫-১৬	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন মান ২০১৭-১৮				
					অসাধারন	অতিউত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতিমানের নিম্ন
					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
১.১.১	টাকা (লক্ষ্য)	৮	৪৫.০০	৪৭.০০	৬৭.১৪	৬০.৪৩	৫৩.৭১	৪৭.৩০	৪০.২৯

ভুল পদ্ধতি

- যৌক্তিক কারনে (যেমন: প্রকল্প সমাপ্তি, প্রকল্পের নতুন লক্ষ্যমাত্রা না থাকা ইত্যাদি) ২০১৭-১৮ এর লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬-১৭ এর অর্জনের তুলনায় কম হতে পারে। এরুপ ক্ষেত্রে সংযোজনী-২ এর মন্তব্য অংশে সংশ্লিষ্ট সূচকের লক্ষ্যমাত্রা কম হওয়ার কারণ ব্যখ্যা করতে হবে।

- খেলাপী ঋণের পরিমান (সূচক-১.২.৫) এর ক্ষেত্রে অন্যান্য সূচকের বিপরীতভাবে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ অসাধারন ক্ষেত্রে খেলাপীর পরিমান সর্বনিম্ন, অতিউত্তম এর ক্ষেত্রে তার তুলনায় একটু বেশী এভাবে হবে।

- সেকশন-২ এর সকল লক্ষ্যমাত্রা অবশ্যই বাস্তবসম্মত হতে হবে। প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭ এর কলামে জুন - ২০১৭ পর্যন্ত সম্ভাব্য (Estimated) অর্জন উল্লেখ করতে হবে।

❖ জেলার জন্য প্রযোজ্য নয় এমন সূচক সমূহ ফাকা থাকবে, সূচক (রো) ডিলিট করা যাবে না ।

❖ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য মন্ত্রিপরিষদের ২০১৭-১৮ সনের নির্দেশিকা হতে Insert করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনরুপ পরিবর্তন করা যাবে না।

১২। স্বাক্ষর অংশে উপরের নির্ধারিত স্থানে উপপরিচালক স্বাক্ষর করে সদর কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন।

১৩। সংযোজনী ১, ২ ও ৩ যথাযথভাবে পূরন করতে হবে ।

১৪। সংযোজনী ২ এর বাস্তবায়নকারী সংস্থা অংশে "বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ,---------- জেলা" লিখতে হবে। পরবর্তী কলামে পরিমাপ পদ্ধতি ও উপাত্তসূত্র উল্লেখ করতে হবে।

১৫। উল্লেখ্য যে, বিআরডিবি সদর কার্যালয়, মন্ত্রণালয় বা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের টিম যে কোন জেলায় পরিদর্শন করতে পারে। সে জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক Document সংরক্ষন করতে হবে।

১৬। উপযুক্ত বিষয়াদি অনুসরণপূর্বক জেলার APA প্রথম খসড়া আগামী ---------- তারিখের মধ্যে সদর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

১৭। একই নিয়ম অনুসরণপূর্বক জেলার উপপরিচালক তাঁর জেলাধীন সকল উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করবেন ।

১৮। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদের ২০১৭-১৮ সনের নির্দেশিকা বিআরডিবি'র ওয়েবসাইটসহ নিম্নোক্ত Link সমূহে পাওয়া যাবে।

http://rdcd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/rdcd.portal.gov.bd/page/22337e05_d017_4e75_89a7_88a7c8116809/Field%20level%20APA%20poripotro%2C2017-2018.pdf

১৯। এ সংক্রান্ত কোন স্পষ্টীকরনের প্রয়োজন হলে পত্রে বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।